দৈনিক বাংলা

14/12/79
2
224

বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান : ১৪ জন পুরস্কৃত

(স্টাফ রিপোর্টার)

ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসার জন্যে দেশের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রোববার স্থানীয় একটি হোটেলে বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্টের 'কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার '৭৮ এবং '৭৯' বিতরণী অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন।

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবউল্লাহ জনকল্যাণ ট্রাস্ট ঘোষিত ১৯৭৮ ও ৭৯ সালের কাজী মাহবুবউল্লাহ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার এবং প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজের সঙ্গে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দেখা যাচ্ছে —দৈনিক বাংলা

পুরস্কৃত

(১-এর পৃঃ পর)

মোট ১৪ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, জনকল্যাণমূলক কাজে আমরা সর্বদা সরকারের মুখাপেক্ষী। ট্রাস্টের উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, এসব কাজের জন্যে শুধু অর্থ নয় কল্যাণপ্রবণ সংবেদনশীল মন-প্রাণ অপরিহার্য, যার অভাব এদেশে আজ ভীষণভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান কাজী মাহবুবউল্লাহ, ডাঃ কাজী আবু ইউসুফ, জনাব মহিউদ্দিন আহমদ, ডঃ কে এম বদরুদ্দোজা এবং প্রফেসর কবীর চৌধুরী।

সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে জনাব জহুর হোসেন চৌধুরীকে পুরস্কৃত করার মধ্যে জনগণের অংশের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেন, শুধু দেশেই নয়, জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী দেশের বাইরেও একজন খ্যাতিসম্পন্ন নাম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে এ পুরস্কার অন্যান্যের গবেষণা কর্মে অবদান রাখার জন্য উৎসাহিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমাজের যোগ্য ব্যক্তিদের সরকার নিজস্ব ব্যবস্থায় স্বীকৃতি ও সম্মান জানানোর উদ্যোগ নেবে।

১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালের দুই বছরের পুরস্কার রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার।

১৯৭৮ সালের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন জনাব জহুর হোসেন চৌধুরী (সাংবাদিকতা), জনাব সোহরাব হোসেন (সঙ্গীত) জনাব সালাহউদ্দিন (খেলাধুলা) এবং চারজন বিজ্ঞানীর একটি দল সর্বজনাব সাফা মহিউদ্দীন আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, এ বি সাখাওয়াত হোসেন এবং মোহাম্মদ মাহবুবুল হক (কৃষি গবেষণা)। জনাব সালাহউদ্দীনকে স্বর্ণপদকসহ পাঁচ হাজার টাকা, বাকী সবাইকে (বিজ্ঞানীদের দলগতভাবে) স্বর্ণপদকসহ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

১৯৭৯ সালের পুরস্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন জনাব আবু জাফর শামসুদ্দিন (সাংবাদিকতা), জনাব শহীদুর রহমান সান্টু (খেলাধুলা), মিসেস ফেরদৌসী মজুমদার (নাট্যাভিনয়) এবং চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের চারজন বিজ্ঞানী সর্বজনাব এম এম আলী, ডঃ এস এ রশীদ, শচী এইচ চক্রবর্তী, এবং জনাব বি… আলম।

জনাব সান্টুকে স্বর্ণপদকসহ পাঁচ হাজার টাকা, বাকী সবাইকে (বিজ্ঞানীদের দলগতভাবে) স্বর্ণপদকসহ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হয়েছে।